আলমডাঙ্গায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের নামে বালি উত্তোলন

আলমডাঙ্গায় বলিয়ারপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের নামে অবৈধ ভাবে বালি উত্তোলন করে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রয়ের অভিযোগ উঠেছে।

বলিয়ারপুর গ্রামের বাহাদুর মেম্বর ও নাগদাহ গ্রামের সরোয়ার মেস্বর উত্তোলনকৃত বালি বিক্রয় করছে বলে অভিযোগ উঠেছে । উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে না কোন পদক্ষেপ।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের বলিয়ারপুর গ্রামে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ৮টি ঘর নির্মাণের পদক্ষেপ নেয় জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন।

যাদের জমি ও বসতবাড়ি নাই তাদের বসবাসের জন্য মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বাড়ি নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন।

বলিয়ারপুর বাজার প্রাঙ্গণে প্রায় ১০ কাঠা জমিতে ৮ টি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর নির্মাণে সরকারি খাস জমি নির্ধারণ করে। ওই জমি নিয়ে নাগদাহ গ্রামের দখলকৃত মালিকের সাথে আইনে জড়াই প্রশাসন। বর্তমানে জমিতে অস্থায়ী ঘর নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা ও ১৪৪ ধারা জারি করেছে জুডিশিয়াল আমলি আদালত। এরই কারণে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর নির্মাণ মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এ আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর নির্মাণের জন্য ১শত ২০ গাড়ি বালির প্রয়োজন। ঘর নির্মাণের জন্য বলিয়ারপুর গ্রামের মধ্যবর্ত্তী মাঠের মধ্যে সদ্য খননকৃত পুকুরের ২০ থেকে ৩০ ফিট গভীর থেকে সরকারি নির্দেশনা ও আইনলঙ্ঘন করে প্রায় ৫শত গাড়ি বালি উত্তোলন করা হয়।

উত্তোলনকৃত বালি খুচরা বাজারে ৫ শত টাকা দরে বিক্রয় করছে। যার মূল্য প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। বালি উত্তোলন ব্যয় হিসেবে ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা খরচ হয়, সেখানে প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা লাভ হচ্ছে।

এতে সরকার ব্যাপকভাবে রাজস্ব হারাচ্ছে, ক্ষতির হুমকিতে আছে আবাদি

ফসলের প্রায় শতাধিক জমি। বোরো মৌসুমে আবাদি জমিতে পানি থাকবে না বলে জানায় স্থানীয় মাঠ পর্যায়ের সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা।

নাম না প্রকাশে অনেক কৃষক জানান, আবাদি জমির পাশেই গভীর থেকে বালি উত্তোলন করেছে বাহাদুর ও সরোয়ার মেম্বর। এরই কারণে শুকনো মৌসুমে আবাদি জমিতে পানি স¦ল্পতা দেখা দেবে।

আরো জানায়, ইতিপূর্বে সাবেক আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাহাত মান্নান গভীর থেকে বালি উত্তোলনের ব্যবসায়ীদের সাথে যোগসাজসের অভিযোগের কারণে তাকে স্ট্যান্ড রিলিজ করে জেলা প্রশাসন।

এরই কারণে আলমডাঙ্গা উপজেলায় পুকুরের গভীর থেকে বালি উত্তোলন সম্পূর্ণ বন্ধ করে। এতে থমকে পড়ে এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রকল্পের রাস্তা,কালভার্ট ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন মূলক কাজ।

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ সালের ৬২ নং ধারায় বলা হয় বিপনণের জন্য কোন উন্মুক্ত স্থান, চা বাগানের ছড়া কিংবা নদীর তলদেশ হইতে বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাবে না।

এছাড়াও, পরিবেশ আইন ১৯৯৫ সালের ১ নং ধারার অধীনে পরিবেশগত ভাবে সংকটাপন্ন হলে উত্তোলনকৃত পাম্প ও বালি মাটি উত্তোলন করা যাবে না। যদি আইন লঙ্ঘন করে, উত্তোলনকৃত মালামাল জব্দ করা হবে।

এই ব্যাপারে আলমডাঙ্গা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবির বলেন, কেউ লিখিত ভাবে আমাদের নিকট অভিযোগ করলে তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গার কুলপালায় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে

আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়নের কুলপালায় ব্যাডমিন্টন খেলার আয়োজন করা হয়েছে। খেলাটি শুধুমাত্র চিৎলা ইউনিয়ন এর জন্য প্রযোজ্য।

খেলাটিতে অংশগ্রহণ করেছে মোট ১৬ টি দল। গতকাল রবিবার উদ্বোধনী ম্যাচ হয়েছে। এসময় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ নেতা হারেজ মিয়া।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, প্রধান অতিথি জনাব শাহ আব্দুল বাতেন, বিশেষ অতিথি তুগ্রিল খান বাবু, সোহেল শাহ্, রইছ উদ্দিন মাস্টার, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান, নজির শেখ, টিপু মিয়া, জয়েদ শেখ, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মমিন শামসুদ্দিন মল্লিক, মতি শেখ, হিটলার শেখ, রাজিব শেখ, নাজমুল শাহ, কাউসার, হামিদ, ফারুক আহমেদ প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার জোড়গাছায় গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা

আলমডাঙ্গার জোড়গাছা গ্রামে এক সন্তানের জননী কে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ২৬ ডিসেম্বর দুপুর দুইটার দিকে গৃহবধূর ঘরে ঢুকে শ্লীলতাহানীর চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদহ ইউনিয়নের জোড়গাছা গ্রামের ক্যানাল পাড়ার মিনাজ উদ্দিনের ছেলে সোনা মিয়া গত ২৬ ডিসেম্বর দুপুর ২ টার দিকে একই গ্রামের প্রতিবেশী এক সন্তানের জননী গৃহবধূর ঘরে ঢোকে।

এসময় গৃহবধূকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে সে। তার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসলে লম্পট সোনামিয়া পালিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে ওই গৃহবধূ বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে। এ ব্যাপারে জোড়গাছা গ্রামের চায়ের দোকান থেকে শুরু করে সমস্ত মহলে আলোচনা সমালোচনার ঝড় বইছে। ধর্ষণের অপচেষ্টার শিকার গৃহবধূ সুষ্ঠু বিচার চেয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

পৌরসভা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা নিরাসনে আলমডাঙ্গায় একযোগে ৩৩ টি রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১০ টার দিকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের এমপি সোলায়মান হক জোয়ার্দার সেলুন এ নির্মিত প্রকল্পের রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সর্ববৃহৎ আলমডাঙ্গা পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ১১ টি প্যাকেজের অনুকুলে ৩৩টি প্রকল্পের কাজ এক যোগে সমাপ্ত হবে।
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সেলুন জোয়াদ্দার বলেন, করোনা মহামারীর কারণে আলমডাঙ্গা পৌরসভার উন্নয়নে ব্যাপক বাঁধার সম্মুখীন হয়েছে।

এই কারণে পৌর এলাকাবাসীকে সাময়িক দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বর্তমান সরকার উন্নয়ন মুখী সরকার। এ সরকারের আমলে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ২ শত ৯২ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। সরকার দেশে বড় বড় মেগা প্রকল্পের কাজ চলমান রেখেছে। তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা বাপের বেটি, তিনি নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু, চট্টগামে কর্ণফুলি টানেল, ফ্লাইওভার ব্রিজ, ঢাকা এক্সপ্রেস ওয়ে, মেট্রো-রেলসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্থবায়ন করে দেখিয়ে দিলেন আমরাও পারি।

এ ছাড়াও অসংখ্য উন্নয়ন কাজ চলমান রেখেছেন। তিনি আরো বলেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভার ১১ টি প্যাকেজের অনুকুলে ৩৩ টি প্রকল্পের প্রতিটি কাজ স্থানীয়রা দেখে ও বুঝে নিবেন। মনে রাখবেন এই টাকা আপনার আমার ট্যাক্সের টাকায় নির্মিত হচ্ছে। তাই এই কাজ আপনারা শিডিউল অনুযায়ী কাজ গুলি আপনারা বুঝে নিবেন। ঠিকাদারি

প্রতিষ্ঠানের কেউ শিডিউল না দেখাতে কিংবা পৌরসভার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা হুমকি দিলে আমাকে জানাবেন। সাংবাদিক ভাইদের বলছি, আপনাদেরও দায়িত্ব আছে, আপনারা দেখবেন, কাজে কোন অনিয়ম করলে আপনাদের কলম যেন বন্ধ না হয়।

প্রতিটা উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত টাকা প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের। যদি রাস্তা বা ড্রেন নির্মাণ বুঝে না নেন তাহলে নিজেদের ভোগান্তি নিজেরাই ডেকে আনবেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডি আব্দুর রশিদ, থানা অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবির, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি প্রশান্ত অধিকারি, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হামিদুল ইসলাম, আমিরুল ইসলাম মন্টু।

ছাত্রলীগ নেতা মামুনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন পৌর কাউন্সিলর আব্দুল গাফ্ফার, মামুন অর রশিদ হাসান, মতিয়ার রহমান বাবু মুন্সি। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আবু মুছা,সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম,পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, রেজাউল হক তবা, ৯নং ওয়াড আওয়ামী লীগের সভাপতি সহিদুল হক মোল্লা, টিংকু মোল্লা, পৌর আওয়ামী লীগের সকল ওয়ার্ডের সভাপতি, সম্পাদক, সকল কাউন্সিলর বৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

আলমডাঙ্গা সদর থানার বোয়ালমারী গ্রামে গত সোমবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে গড়গড়ি গ্রামের সাব্বির (১৮)।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের কালুর ছেলে সাব্বির (১৮) গত দেড় মাস পূর্বে একই ইউনিয়নের কেষ্টপুর গ্রামে বিবাহ করে।

সাব্বির গত কয়েকদিন পূর্বে তার স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যায়। গতকাল মঙ্গলবার সাব্বির তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা থাকলেও গত সোমবার সন্ধ্যায় শ্বশুরের দেওয়া টাকা নিয়ে বন্ধুদের সাথে নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় পোশাক কিনতে যায়। সাব্বির মোটরসাইকেল চালালেও তার সাথে ছিলো আরো দুই বন্ধু।

দ্রুত গতিতে ছুটে চুয়াডাঙ্গার পথে বোয়ালমারী মাঠের নিকট মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলে সাব্বিরসহ তার বন্ধুরা গুরুতর আহত হয়।

এসময় স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সাব্বিরকে মৃত ঘোষণা করে। খবর পাওয়া পর্যন্ত সাব্বিরের দুই বন্ধু আশংকাজনক অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

আলমডাঙ্গায় মেয়র প্রার্থী হাসান কাদির গনুর গণসংযোগ

আসন্ন আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে বর্তমান মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদির গনু পৌরসভার বিভিন্নস্থানে নির্বাচনী গণসংযোগ করেছেন।

গতকাল সোমবার দিন ব্যাপী গণসংযোগ ও সন্ধ্যা ৭ টার দিকে পৌর এলাকার বাবুপাড়া এলাকায় নির্বাচনী আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন। এসময় তিনি বিভিন্ন চায়ের দোকান, কাপড়ের দোকান, মুদি দোকানসহ বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সাধারণ নাগরিকদের সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের খোঁজ খবর নেন।

নির্বাচনী গণসংযোগে হাসান কাদির গনু বলেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভার রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট, সুপেয় পানি, সোলার বাতি, বাইপাস সড়কসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। আগামী ১ মাসের মধ্যে রাস্তা, ড্রেন ও পাবলিক টয়লেটের কাজ চলমান আছে। কিছু দিনের

মধ্যেই শুরু হচ্ছে সুপেয় পানি সরবরাহ।

আগামী পৌর নির্বাচনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনোনীত প্রার্থীকে বিজয়ী করার আহবান জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কাজি রেজাউল, মুন্না হোসেন, আনিসুর রহমান, সামিম মাস্টার, চন্দন, নুর আলম, মাজেদ ভূইয়া, সোহেল, সাকিব প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় মাসিক আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মাসিক আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্টিত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সভা অনুষ্টিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলীর সভাপতিত্বে, অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আয়ুব হোসেন।
তিনি বলেন, আমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করি, আমার বিশ্বাস বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা একদিন প্রতিষ্টা লাভ করবে, তার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ক্ষুধা মুক্ত, দারিদ্রমুক্ত দেশ হিসেবে পরিচিত করাবে।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই যে বর্তমানে আলমডাঙ্গায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল আছে, বিশেষ করে বর্তমান ওসি সাহেব আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভলা রাখতে স্বর্বাত্বক চেষ্টা করছে, আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। আলমডাঙ্গায় বাল্যবিবাহ বন্ধে প্রশাসনের ভুমিকা প্রশংসনীয়, মাদক কে আমরা সকলে বয়কট করতে চাই, আশা করি আপনারা আমাদের সহযোগীতা করবেন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপসিস্থত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান

এ্যাডঃ সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মার্জাহান নিতু , থানা সেকেন্ড অফিসার সঞ্জিত কুমার মন্ডল, জেলা চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি নুুরুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি কাউছার আহম্মেদ বাবলু, সম্পাদক নুরুল ইসলাম নুরু। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন থানার সেকেন্ড অফিসার সঞ্জয় কুুমার মন্ডল। স

মাজ সেবা কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা প.প.কর্মকর্তার পক্ষে ডাঃ সারমিন আক্তার, প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি, কৃষি অফিসার সোহরোয়ার্দি, শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারি, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, বিআর ডিবি কর্মকর্তা সায়লা সারমিন, সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আনিছুর রহমান।

আরও বক্তব্য রাখেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ইউপি চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম মন্টু, ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, মৎস সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল মালেক, ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, আনছার ভিডিপি কর্মকর্তা, খাদ্যকর্মকর্তা মোফাখ্খাইরুল, ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল হক রোকন, মাসুদ পারভেজ, মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু, নজরুল ইসলাম,

প্রেস ক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল ইসলাম আজম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, আবাসিক প্রকৌশলী গোলাম নবী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক, মহিলা কলেজের অধ্যক্ষের পক্ষে সহকারি অধ্যাপক আব্দুুর রহমান, সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ জামসিদুল হক মুনি, পরিষদের সদস্য কল্পনা খাতুন, সুফিয়া খাতুন, প্রমুখ।

সভায় থানার সেকেন্ড অফিসার সহ বক্তাগণ বলেন, করোনাকালীন আমরা সকলেই পরিবার পরিজনসহ সকলকে নিয়ে সমস্যার মধ্যে দিয়ে কাটাচ্ছি। সবাইকে মাস্ক ব্যবহার করতে অনুরোধ জানিচ্ছ ।

আলমডাঙ্গার বন্ডবিলে মেয়র প্রার্থী ফারুকের নির্বাচনী সভা

আলমডাঙ্গার বন্ডবিলে মেয়র প্রার্থী মতিয়ার রহমান ফারুকের নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত ৮ টার দিকে বন্ডবিল গেট পাড়ায় এ নির্বাচনী মতবিনিময় সভা হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মতিয়ার রহমান ফারুক বলেন, আমরা বন্ডবিলের মানুষের নিকট ভোট চাইতে এসেছি। যারা দীর্ঘদিন পৌরসভার নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা শুধু নিজের স্বার্থের জন্য নির্বাচন করে। ইতোপূর্বে যারা মেয়র হয়েছে তারা আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোন উন্নয়ন করেনি। এ বন্ডবিল গ্রামের রাস্তার কোন উন্নয়ন নেই, কোন রোড-লাইট নাই। শুধু বন্ডবিল না পৌর এলাকার কোন স্থানেই কাজ করেনি।

একটি মডেল পৌরসভা ও দুর্নীতি মুক্ত পৌরসভা গঠন করতে সবাই এগিয়ে আসুন।

সভাপতিত্ব করেন, মোঃ আঃ রহমান মন্ডল, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন, মোঃ আমজাদ হোসেন।

বন্ডবিল গেটপাড়ার পক্ষে বক্তব্য রাখেন, মুকুল ফরায়জী, রবগুল মন্ডল, রবিউল মোল্লা, জাকের মন্ডল, ইমারত শেখ, নিকবার মন্ডল, মজিদ মন্ডল, সৈকত আহম্মেদ, পৌর ছাত্র লীগ নেতা, আঃ লতিফ প্রধান সাংস্কৃতিক সম্পাদক আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগ, মাসুদ সালেহীন উৎপল দপ্তর সম্পাদক, শরীফুল ইসলাম শাখা সভাপতি দেখী বাংলার রুপ ও কোষাধ্যক্ষ আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগ, সাগর আহম্মেদ শ্রম বিষয়ক সম্পাদক, নাসিম শেখ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, মিজানুর রহমান রিপন প্রচার সম্পাদক, জহুরুল ইসলাম ঝন্টু সদস্য, লিপু বিশ্বাস, মোল্লা সেলিম, দেবদাস, উজ্জ্বল ও আলমগীর প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার বাড়াদী ইউনিয়নে তরুণ প্রার্থী মাসুম বিল্লাহ

আলমডাঙ্গা উপজেলা বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে মাসুম বিল্লাহ। বাড়াদি ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মৃত আব্দুর রাজ্জাকের ভাতিজা মাসুম বিল্লাহ।

২০১২ সালে এসএসসি পাশ করেন তিনি। এসএসসি পাশের পর তিনি নিজেকে লেখাপড়ার পাশাপাশি ব্যবসায়ের সাথে সংযুক্ত হয় এবং তার পৈত্রিক সম্পত্তি দেখাশোনা করেন। এর পাশাপাশি দেশের এলাকার গরীব ও মেহনতী মানুষের পাশে নিজেকে সবসময় নিয়োজিত রেখেছেন। তাছাড়া এলাকার শিক্ষা উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। এলাকার যেসব পরিবারের সন্তানরা অর্থাভাবে লেখাপড়া চালাতে পারেন না, তাদের পাশে অবলীলায় দাঁড়ান তিনি।

মাসুম বিল্লাহ এসএসসি পাশের পর থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক, মানবিক ও নাগরিক সংগঠনের সাথে নিজেকে সর্বদা জড়িয়ে রাখতেন। গরীব, অসহায়, দুস্থ মানুষের পাশে নিজেকে সবসময় জড়িয়ে রেখেছেন, সবধরনের মানবিক কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন। এছাড়া তার আচার-আচরণ অমায়িক, শিষ্টাচারপূর্ণ, ভদ্র ও নম্র।

তিনি নিজের মেধা, যোগ্যতা, সততা, আন্তরিকতা ও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে আলমডাঙ্গার বাড়াদি ইউনিয়ন বাসীর সকল স্তরের সাধারণ মানুষের ভালোবাসার আস্থা অর্জন করেছেন তিনি। সেই সাথে তিনি বাড়াদি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে।

বর্তমানে তরুণ সমাজ পরিবর্তন চায় রাজনীতিতে, চায় শিক্ষিত ও নীতিবান সৎ যোগ্য ব্যক্তিদের, যাদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে সমাজ ও দেশ প্রতিষ্ঠিত হবে মানবিক বাংলাদেশ। তারুণ্যের প্রতীক মাসুম বিল্লাহ। সাধারণ মানুষের কাঙ্খিত ব্যক্তিত্বদের একজন তিনি। তবে জনগনের প্রতিনিধি হলে এগিয়ে যাবে সমাজ, কাঙ্খিত উন্নয়ন হবে এলাকার।

মাসুম বিল্লাল আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আলমডাঙ্গা উপজেলার

বাড়াদি ইউনিয়ন এর একজন সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। তরুণ রাজনীতিবিদ নিজ গ্রাম সহ এলাকাবাসীর বেশ সমর্থন পাচ্ছেন। শিক্ষানুরাগী, ভদ্র, নীতিবান ব্যক্তি হিসেবে সাধারণ নাগরিকদের পছন্দের নাম মাসুম বিল্লাল।

ক্লিন ইমেজের এই তরুণ স্বপ্ন দেখছেন সাধারণ মানুষের সেবা করার। তিনি সুযোগ পেলে শাসক নয়, জনগণের সেবক হয়ে সবার পাশে দাঁড়াতে চান সাধ্যমতো। তিনি নির্বাচিত হলে সমাজের অসচ্ছল, বিধবা, অসহায়, গরীব, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য কাজ করবেন। মাদক নির্মূল এবং শিক্ষা বান্ধব সমাজ উপহার দিবেন। সর্বোপরি মানুষের কাছে নাগরিক সেবা নিশ্চিতের সব চেষ্টা করবেন তিনি।

আসন্ন ইউপি নির্বাচনের বিষয়ে মাসুম বিল্লাহ বলেন, “আমি যদি মহান আল্লাহর রহমতে নির্বাচিত হই, তাহলে আমার দেওয়া সকল প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালন করব ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে অন্যান্য ইউনিয়ন থেকে পিছিয়ে পড়া আলমডাঙ্গার বাড়াদি ইউনিয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং একটি আধুনিক ডিজিটাল ইউনিয়ন হিসাবে গড়তে সবাইকে নিয়ে কাজ করে যাব।”

পরিশেষে, মাসুম বিল্লাহ সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে দোয়া চেয়েছেন তিনি।

আলমডাঙ্গায় মন্টু ট্রেডার্স এর বিরুদ্ধে নকল ভুসি তৈরির অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় নিম্নমানের ভুসি তৈরির অভিযোগ উঠেছে। পৌর এলাকার মিয়াপাড়ায় গোপন ঘরে চালের গুড়া ও ধানের গুড়া দিয়ে এ নিম্নমানের ভুসি তৈরি করছে বন্ডবিল গ্রামের মিনারুল ইসলাম।

নিম্নমানের এ ভুসি তৈরি করে গবাদি পশু পালন কারীদের কাছে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে। এতে করে প্রতারিত হচ্ছে সাধারণ জনগণ।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার বন্ডবিল গ্রামের মিনারুল

ইসলাম সে দীর্ঘদিন মাছ বাজার প্রাঙ্গণে মেসার্স মন্টু ট্রেডার্স নামের ভুসি মালে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

এই সুযোগে মিনারুল গত ২ বছর যাবৎ ধানের গুড়া ও চালের গুড়া মিশিয়ে ভুসি তৈরি করছে। এই কোম্পানির নিম্নমানের ভুসি মার্কেট থেকে সংগ্রহ করে তা মিশিয়ে মেসার্স পদ্মা ফ্লাওয়ার মিলস নারায়ণগঞ্জ বিডিএস নং ৩৯৭ এই কোম্পানির বস্তায় ভর্তি করে তা বাজার জাত করছে। এ নিম্নমানের ভুসি বিক্রয় করে অধিক মুনাফা অর্জন করছে মেসার্স মন্টু ট্রেডার্স এর মালিক মিনারুল ইসলাম।

সূত্র জানায়, মিনারুল ইসলাম দীর্ঘদিন যাবৎ মেয়াদ উত্তীর্ণ নোংরা ভুসি, ধানের গুড়া ও ময়দা দিয়ে এ ভুসি তৈরি করে। মিনারুল বিভিন্ন মাধ্যমকে ম্যানেজ করে মিয়াপাড়ায় গড়ে তোলে এ অবৈধ ভুসি তৈরির কারখানা। অল্প দামে ভুসি তৈরি করে উচ্চ মূল্যে তা বিক্রয় করে। এখানে তৈরি নকল ভুসি মাছ বাজারের মেসার্স মন্টু ট্রেডার্সে বিক্রয় করে।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি বলেন, যদি কেউ আইন ভঙ্গ করে অবৈধ ভাবে গরু ছাগলের খাবার তৈরি করে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলি বলেন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানার আওতায় আনা হবে।